৬৫

দৈনিক সংবাদ

DEC. 1 8 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

চার ছাত্র সংগঠনের দেড়শ' গ্রেফতার

গাড়িতে আগুন, ভাঙচুর, বোমাবাজি

❑ পুলিশ-ছাত্র সংঘর্ষ ❑ নগরীতে কঠোর নিরাপত্তা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥ গতকাল শুক্রবার প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে পুলিশ ছাত্রদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক-সহ ৪টি বিরোধী ছাত্র সংগঠনের প্রায় দেড়শ' নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। তাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে নগরীর মতিঝিল, পুরনো ঢাকা, নয়া পল্টন ও মিরপুর এলাকায় গাড়িতে আগুন, বোমা হামলা ও ভাঙচুর করা হয়েছে। পুলিশ টিয়ার গ্যাস ও লাঠিচার্জ করেছে। মতিঝিল থানাসহ নগরীর বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বিকেল থেকে মতিঝিল থানা চত্বরের বড় দুটি ফটক বন্ধ করে দেয়া হয়। কাউকে থানার ভেতরে ঢুকতে দেয়া হয়নি। রাত ৯টা পর্যন্ত থানার ফোন উঠানো ছিল। এক সংসদ সদস্য ছাত্রদল নেতাদের নির্যাতন করা হয়েছে বলে জানান।

পুলিশ বিকেল সাড়ে ৪টার দিয়ে নয়া পল্টন বিএনপি অফিসের সামনে থেকে ছাত্রদলের সভাপতি হাবিব-উন নবী সোহেল ও সাধারণ সম্পাদক নাসিরউদ্দিন পিন্টুসহ ১শ' ১৫ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে। বিকেল ৩টার দিকে কলাবাগানস্থ জাতীয় পার্টির (এরশাদ) অফিসের সামনে থেকে ১০ জন ছাত্র সমাজ কর্মী, জুমার নামাজের পর বায়তুল মোকাররম উত্তর গেট থেকে ৫ জন শিবির কর্মী এবং বিকেলে পল্টন এলাকা থেকে ১০ জন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। তারা আজকের হরতালের সমর্থনে এবং ঢাকা **গ্রেফতার ঃ** পৃঃ ২ কঃ ৬

গ্রেফতার ঃ ৪ ছাত্র সংগঠনের

(১ম পৃষ্ঠার পর) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীকে সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদানের প্রতিবাদে মিছিলের চেষ্টা করছিল।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গতকাল বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ছাত্রদল নয়া পল্টন বিএনপি অফিসের সামনে থেকে প্রতিবাদ মিছিল বের করে। এ সময় ওই এলাকায় বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন ছিল। মিছিল কাকরাইলের দিকে কিছুদূর এগো-নোর পরই একটি হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটে। এর পরপরই পুলিশ মিছিল ঘিরে ফেলে। তারা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের ব্যাপক লাঠিচার্জ করে ও চারদিক থেকে টিয়ার গ্যাস ছোড়ে। পুলিশের লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাসের মুখে মিছিল থেকে নেতা-কর্মীরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশ তাদের ১শ' ১৫ জনকে ঘেরাও করে আটক করে। বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য আফজাল টিএইচ খান অভিযোগ করেন, ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের বেধড়ক লাঠি-পেটা ও নির্যাতন করা হয়। পুলিশের নির্যাতনে ছাত্রদল সভাপতি হাবিব-উন নবী সোহেলের ডান পায়ের হাঁটু থেতলে গেছে, সাধারণ সম্পাদক নাসিরউদ্দিন পিন্টুর ডান হাত ও বাম পা ভেঙে গেছে। এ ছাড়া ৫/৬ জন কর্মীর নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়। মতিঝিল থানার ওসি মোঃ হানিফ জানান, পুলিশের উপর ছাত্রদল কর্মীরা মুহুর্মুহু বোমা হামলা চালালে ৫/৬ জন পুলিশ আহত হয়। এরপর পুলিশ ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করে। নির্যাতন চালানোর অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন।

ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের আটক করে মিতিঝিল থানায় নিয়ে যাওয়ার পর থানা চত্বরের মূল ২টি ফটক বন্ধ করে দেয়া হয়। সন্ধ্যা থেকে বাইরের কাউকে থানার ভেতর ঢুকতে বাধা দেয়া হয়। এমনকি ডিউটি অফিসারের কাছে মামলা দায়ের বা অন্য কোন কাজেও কাউকে যেতে দেয়া হয়নি। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত (রাত ৮টা) মতিঝিল থানার মূল গেট বন্ধ ছিল। ছাত্রদলের যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মধ্যে আরও আছেন ঃ সাংগঠনিক সম্পাদক মনোয়ার হোসেন রানা, মাহবুবুল হক, খালেক হাওলাদার, মাজহারুল ইসলাম বাবু, আদিল মাহমুদ জুয়েল, সাইদুজ্জামান বাবলু, সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, আবদুস সালাম, মুরাদ খান, হুমায়ুন কবির, সংগ্রাম, রেদোয়ান কুদ্দুস, নীরব, আজিজুল ইসলাম, বাবুল, আখতার হোসেন প্রমুখ। তাদের মতিঝিল থানা লকআপে রাখা হয়েছে।

বিকেল ৩টার দিকে কলাবাগানস্থ জাতীয় পার্টির অফিসের কাছ থেকে পুলিশ জাতীয় ছাত্র সমাজের ১০ জন কর্মীকে গ্রেফতার করে। জাতীয় পার্টির অফিসের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশে যাওয়ার পথে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। গতকাল দুপুর থেকেই পুলিশ জাতীয় পার্টির অফিসের সামনে অবস্থান নেয়। কড়া পুলিশ পাহারায় ছাত্র সমাজ প্রতিবাদ সমাবেশ করলেও পুলিশের বাধার মুখে তারা মিছিল বের করতে পারেনি।

গতকাল জুমার নামাজের পরে বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে শিবিরের প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে ৬ জন এবং বিকেলে পুরানা পল্টনের ছাত্র মজলিশের সমাবেশ থেকে ১০ জন কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ তাদেরও প্রতিবাদ মিছিল বের করতে দেয়নি।

বিকেলে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতারের পরপরই নগরীতে গাড়ি ভাঙচুর, গাড়িতে আগুন ও বোমা হামলা চালানো হয়। সন্ধ্যায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে একটি বিআরটিসি বাস ও পুরনো ঢাকার জজ কোর্টের সামনে একটি মিনিবাসে আগুন ধরিয়ে দেয় বিরোধী ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা। মিরপুর সাড়ে ১১ এলাকায় একই সময় একটি মিনিবাসে বোমা ছুড়ে মারলে মিনিবাসটিতে আগুন ধরে যায়। ওই সময় বাসটি বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ছিল এবং বাসে কোন যাত্রী ছিল না। মিরপুর ১০ নম্বর ও পল্লবী এলাকায় ৪/৫টি বেবিট্যাক্সিতে আগুন ধরিয়ে দেয় বিক্ষুব্ধ যুবকরা। এ সময় পুলিশ বোমাসহ শামীম পারভেজ নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে। নয়াপল্টন এলাকায়ও একটি মিনিবাসে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় সন্ধ্যার পর। এছাড়া নগরীর বিভিন্ন স্থানে গাড়ি ভাঙচুর করে বিরোধী ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা। রাত ৮টার দিকের ধোলাইখাল এলাকায় ব্যাপক গাড়ি ভাঙচুর করা হয়।